

বিগত পাঁচ বছর ধরে মানবিকতা প্রচার, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, উদারনৈতিক সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে তোলার প্রত্যয়ের নিদর্শন এবং মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে নিরবিচ্ছিন্ন আন্দোলন ও জনসংযোগের স্বীকৃতি স্বরূপ আজ মুক্তমনাকে ‘শহীদ জননী জাহানারা ইমাম স্মৃতি পদক’ প্রদান করা হয়। মুক্তমনার পক্ষ থেকে পদক গ্রহণ করেন মুক্তমনার উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য ডঃ অজয় রায়। মুক্তমনার পক্ষ থেকে তিনি সভায় যে প্রবন্ধটি পাঠ করেন, তা নীচে পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হল।

## জাহানারা ইমাম স্মারক সভায় ড. অজয় রায়ের বক্তৃতা



শ্রদ্ধেয় সভাপতি,

আমি আমার বক্তব্যের শুরুতে শহীদ জননীকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। তিনি যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন তার সার্থক পরিণতি হয় নি। এ ব্যর্থতা তাঁর নয়, আমাদের- আমরা এই আন্দোলনকে ধরে রাখতে পারি নি। আমার দুঃখ রাজাকার সম্রাট গোলাম আজম আজও দাঁত কেলিয়ে হাসেন, বৈদেশিক দূতাবাসগুলোতে দাওয়াতে উৎফুল্ল চিত্তে অংশ নেন।

আজকের স্মারক বক্তৃতা দিয়েছেন ড. এম এ হাসান - এখানে তিনি গণহত্যার বিচারের প্রক্রিয়া নিয়ে অনেক তথ্যবহুল আলোচনা করেছেন। একদিকে এর জটিল পদ্ধতির দিকে আমাদের ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, আবার একই সাথে সম্ভাব্য উত্তরণের পথগুলোও খুঁটি নাটি বিচার করেছেন। আপনারা তার বক্তৃতা শুনেছেন, কাজেই এর পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রায়জন। ড. হাসান যে কথাটির ওপর জোর

দিয়েছেন তা হল জেনোসাইডের তথ্য সংগ্রহ করা। কোন সরকারই এ কাজটির গুরুত্বের সাথে নেয় নি, ফলে অনেক তথ্য হারিয়ে গেছে অনেক ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করেছেন যারা হতে পারত মূল্যবান সাক্ষ্য। যে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তা বেসরকারীভাবে। আপনারা হয়তো অনেকে জানেন না যে, তিনি নীরবে গত কয়েক বছর ধরে এই কাজে লেগে আছেন এবং বিপুল সংখ্যক জেনোসাইডের তথ্য সংগ্রহ করেছেন, যা আমি বিশ্বাস করি কোন সময় গণহত্যার বিচার শুরু হলে এসব দলিল কাজে আসবে। আসুন আমরা এই নীরব কর্মীকে কলতালির মধ্য দিয়ে ধন্যবাদ জানাই।

মাননীয় সভাপতি,

মুক্তমনাকে এবার মানবিকতা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তাৎপর্যময় অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ এ বৎসরের জাহানারা স্মৃতি পদক প্রদানের সিদ্ধান্তকে এবং মুক্তমনার পক্ষ থেকে এই পুরস্কার গ্রহণের আমন্ত্রণ জানানোয় আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং মুক্তমনার পক্ষ থেকে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটিকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। আমরা এই সম্মাননা গ্রহণের যোগ্য কিনা জানি না, কিন্তু আপনাদের স্বীকৃতি আমাদের উৎসাহ যোগাবে এবং অনুপ্রাণিত করবে। আমি বিনয়ের সাথে সশ্রদ্ধ চিত্তে মুক্তমনার এবং এর অজস্র সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে এই সম্মাননা গ্রহণ করছি। মাননীয় সভাপতি আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

আমি এই সুযোগে মুক্তমনার কর্ম তৎপরতার কিঞ্চিৎ পরিচয় সাধারণ শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরছি।

## মুক্তমনার কর্ম তৎপরতার কিছু উদাহরণ:

প্রতিষ্ঠা দিবসঃ ২৫শে মে, ২০০১

পেছনে কারা : মাত্র ৩০ জন সদস্য, মূলত প্রবাসী বাঙালীদের নিয়ে

প্রতিষ্ঠাতা মডাটেরঃ অভিজিৎ রায়

বর্তমান আন্তর্জাতিক মিলন মেলা : ভারত পাকিস্তান, ইল্যান্ড, নেপাল, ইরান, সৌদি আরব, দুবাই, জাপান, জার্মানী, সিঙ্গাপুর, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, মালয়েশিয়া, তাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম .. সারা বিশ্বের : আক্ষরিক অর্থেই একটি আন্তর্জাতিক প্রগতিশীল মৌলবাদ বিরোধী আন্তর্জাতিক সংগঠন।

বর্তমান মডাটেরঃ মেহুল কামদার, জাহেদ আহমেদ, তানবির তালুকদার এবং ফরিদ আহমেদ

উপদেষ্টা পরিষদ ও সম্পাদকীয় বোর্ড : অভিজিৎ রায়, মেহুল কামদার, জাহেদ আহমেদ, ফরিদ আহমেদ, ফাতেমোল্লা, বন্যা আহমেদ, ড. জাফর উল্লাহ, আবুল কাশেম, অপার্থিব, মাহবুব সাঈদ, অজয় রায় প্রমুখ ...।

আমাদের লড়াই : কুপমণ্ডুকতা, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, শাস্ত্রানুগত মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, মানবতার পক্ষে আর সেকুলারিজমের পক্ষে, সিভিল লিবার্টির পক্ষে, লিবারেল ডেমোক্রেসির পক্ষে .. ।

আমরা বিংশ শতাব্দির বাংলার উদারচেতা পুনর্জাগনের উত্তরসূরী, ডিরোজিওর চিন্তা চেতনার অনুসারী, আমরা মনে করি শিখা গোষ্ঠীর ঐতিহ্যের ধারক “জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আরম্ভ, মুক্তি সেখানে অসম্ভব”, আমরা আরজ আলী মাতুব্বরের আদর্শের সৈনিক, আমরা বেগম রোকেয়া, লীলারায়, ফুলেরনু গুহের, সুফিয়া কামালের, জাহানারা ইমামের পথে চলতে প্রত্যয়দীপ্ত ... ।

আমরা শুধু ধর্মান্ততা আর মৌলবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি শানাই না, আমরা মানবতার সপক্ষে লড়াইয়ে নামি :

১. রেসফেমির বিরুদ্ধে মানবতাকে বাঁচাতে পাকিস্তানের কারাদণ্ড প্রাপ্ত ফ্লিথিক্কার ড. ইউনুস শেইখকে বাঁচাতে বিশ্বময় আন্দোলন গড়ে তুলি । আমাদের সক্রিয় সহযোগী ছিল ‘IHEU, Rationalist International, Amnesty International, Dhaka Rationalist and Secularist Union ’ এবং ঢাকার মুক্তমনাদের ‘Save Dr. Yunus Shaikh Committee’, যারা রাস্তায় নেমে দিনের পর দিন আন্দোলন, মিটিং, মিছিল, সেমিনার, পথসভা ও পাকিস্তানী দূতাবাসের সামনে প্রেসিডেন্ট মোশাররফের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে । এর সাথে যুক্ত হয়েছিলেন কবির চৌধুরী, বিচারপতি আবদুস সোবহানসহ দেশের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী ও প্রগতির পক্ষের মানুষ ।  
আমাদের সাফল্য এসেছিল । পাকিস্তান সরকার তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় । বর্তমানে তিনি বিলেতে রয়েছেন এবং আমাদের একজন সক্রিয় সদস্য ।
২. আমরা আন্দোলন গড়ে তুলি শাহরিয়ার কবিরের সপক্ষে তাঁর মুক্তির লক্ষ্যে, যখন খালেদা নিজামী সরকার তাবে বিমান বন্দরে গ্রেপ্তার করে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে । আমরা সফল হই তাঁকে মুক্ত করতে দেশে বিদেশে গড়ে ওঠা সফল আন্দোলনের ফলে ।
৩. পরে দ্বিতীয়বার শাহরিয়ার কবির, মুনতাসীর মামুন ও সাংবাদিক সহ অনেক অপরূদ্ধ অত্যাচারিত ব্যক্তিদের পক্ষে মানবতার মুক্তির পক্ষে আন্দোলনে নামি এবং এখানেও আমরা সফল হই ।
৪. আমরা এককভাবে ‘প্রশিকার পক্ষে’ নেটওয়ার্কে আন্দোলন গড়ে তুলি অ্যামনেস্টি ইনটার ন্যাশনালের সহযোগিতায় । প্রশিকা মহাপরিচালককে মুক্তি দিতে বাধ্য হন সরকার ।
৫. আমরা সাম্প্রদায়িকতার নগ্ন প্রকাশ সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের বিরুদ্ধে সর্বদাই উচ্চকণ্ঠ : আমরা মৌলবাদীদের হাতে মুসলমান বা হিন্দু যেই নির্যাতিত হয়েছে তাঁর পক্ষে দাঁড়িয়েছি, মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি আমাদের সীমিত শক্তি নিয়ে । গুজরাটে আহমদেবাদের জিঘাংসা বৃত্তিকে আমরা ধিক্কার জানিয়েছি । নরেন্দ্রমোদীর বিরুদ্ধে তাঁকে অপসারণের দাবিতে আমরা ভারতীয় প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীকে স্মারক লিপি ও প্রতিবাদ পত্র পাঠিয়েছি, ভারতীয় ও

আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে একসাথে কাজ করেছি সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে ।

৬. একইভাবে ২০০১ সালে খালেদা-নিজামীর লেলিয়া দেয়া সাম্প্রদায়িক শক্তি বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর হত্যা, লুণ্ঠন, ঘরবাড়ি অগ্নি সংযোগ, উপাসনালয় ধ্বংস সাধন ও অপবিত্রকরণের যে ঐতিহাসিক নিদর্শন স্থাপন করেছে তার বিরুদ্ধে দেশের সেকুলার শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছি । আমাদের প্রতিষ্ঠাতা উপদেষ্টা অধ্যাপক অজয় রায় অন্যান্য মুক্তমনা ও বুদ্ধিজীবীদের সাথে নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলন ‘নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি’র ব্যানারে । তারা গঠন করেছিলেন অধ্যাপক জিল্লুর রহমানের নেতৃত্বে ‘গণ তদন্ত কমিশন’, যার প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ডিসেম্বর ২০০২ সালে এবং তাত্ক্ষণিকভাবে আমাদের ওয়েব সাইটের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হয় । (<http://www.mukto-mona.com/human-rights/report.htm>) । প্রবাসী মুক্তমনার সদস্যরা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে প্রতিবাদ পত্র প্রেরণ করেন সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে চালিত নির্যাতন বন্ধের দাবীতে । তাঁরা ঘৃণা প্রকাশ করেছেন মৌলবাদী শক্তিকে সরকার প্রশ্রয় দেয়ায় ।
৭. আমরা শুধু তাত্ক্ষণিক আন্দোলন করি না । আমরা আর্ত মানবতার পাশে পার্থিবভাবেই এগিয়ে আসি । (ক). সাম্প্রদায়িকভাবে নির্যাতিত ভোলায় অন্নদাপ্রসাদ ও ফাতেমাবাদ গ্রামে ১০০টি পরিবারকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে এগিয়ে এসেছি ‘দৃষ্টিপাত’ নামক আমাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের পাশে । এই প্রকল্পে ১০০টি ঘরবাড়ি নির্মাণ, জমি ক্রয় করে দেয়া, ছেলেমেয়েদের পড়াশনার ব্যয় ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে আমরা সংশ্লিষ্ট ছিলাম । আমরা এসে দাঁড়িয়েছিলাম পুর্নিমার পাশে, রিতার পাশে, মাদুরীর পাশে, রাজকুমার বাবুর পাশে, নরহরি কবিরাজের পাশে, জনের পাশে, সিতাংশু মরমুর পাশে, ফাতেমার পাশে, মিনতির পাশে .. কত নাম করব- এরা সবাই নরপশুদের পাশবিক অত্যাচারের শিকার ।
৮. আমরা সাংবাদিক মানিক সাহার পরিবারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলাম, তাঁর দুটি কন্যার পড়াশুনা চালিয়ে যেতে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছি । সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের পাশে দাঁড়িয়েছি ।
৯. দুর্ঘটনা কবলিত মানবতাবাদী শাহরিয়ার কবির, কাজী মুকুল ও তাদের সহকর্মীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি যৎসামান্য শক্তি নিয়ে, আমরা ইসলামী মৌলবাদের শিকার হুমায়ুন আজাদের অসহায় পরিবারের প্রতি সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেছি । হুমায়ুন আজাদ ফাউন্ডেশন গড়ে তুলতে সহায়তা করেছি যতদূর আমাদের সাধ্যে কুলায় ।

১০. ব্রহ্মপুত্রের চরে বন্যাবিক্রান্ত একটি নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল আমরা পুনর্নির্মাণ করেছি, এবং আমরা এর পরিচালনার দায়ভার গ্রহণ করেছি। সেখানে মুক্তিযুদ্ধের শহীদ স্মৃতি স্তম্ভ গড়ে তোলার প্রকল্প গ্রহণ করেছি এবং সে উপলক্ষে কয়েক হাজার স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধার সম্মেলন করেছি এবং স্মৃতি স্তম্ভের শিলান্যাস করেছি।

১১. চোলেশ রিছিলের মৃত্যুর বিচার চেয়ে পিটিশন করেছি, তার পরিবারকে আর্থিকভাবে যথাসম্ভব সাহায্য করেছি।

১২. আমরা পিটিশন করেছি, বক্তব্য রেখেছি কিংবা জনসংযোগ করেছি ভারতে অবৈধ নদী-সংযোগের প্রতিবাদে, গুজরাতে মুসলিম জনগণের উপরে নির্বিচারে গণহত্যার প্রতিবাদে, কানসাটে নিষ্ঠুরভাবে কৃষক-বিদ্রোহ দমনের প্রতিবাদে, জাফর ইকবাল এবং হাসান আজিজুল হককে সাম্প্রদায়িক মহল থেকে মৃত্যু-হুমকি দেওয়ার প্রতিবাদে, সি.আর.পি -এর প্রতিষ্ঠাতা ভ্যালরি টেলরের অপসারণের প্রতিবাদে, কিংবা সালমান রুশদি অথবা তাসলিমা নাসরিনের উপর ফতোয়ার প্রতিবাদে।

আমরা আত্ম প্রচারের জন্য এসব কথা উচ্চারণ করিনি, আমাদের কর্মধারার কিঞ্চিৎ পরিচয় তুলে ধরলাম মাত্র। তবুও যদি আত্ম প্রচারণার সুর বেজে ওঠে বিনীত ভাবে ক্ষমা চাই। মানবতার পক্ষে, মৌলবাদের বিরুদ্ধে আপনাদের পাশে থেকে আমাদের সংগ্রাম চলবেই। আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ।

আমার অবদানকে একটু বেশী আলোতে আনা হয়েছে, এজন্য আমি বিব্রত বোধ করছি। আমি স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই যে প্রতিষ্ঠানটির মূল চালিকা শক্তি হল নিবেদিত প্রাণ মুক্তিপাগল একদল তরুণ, যারা বিশ্বাস করে বুদ্ধি মুক্তির আন্দোলনে, মুক্তবুদ্ধির চর্চায়, বিজ্ঞানমনস্কতায় ও যুক্তিবাদে। সুধীমণ্ডলী আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ।

---